দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 20 MAY 2007 ...
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ... ৩ ...

সিলেটে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্যাপক দুর্নীতির প্রমাণ মিলেছেঃ টিআইবি রিপোর্ট

॥ সিলেট অফিস ॥

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)র রিপোর্টে সিলেট সদর উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতির চিত্র উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও বেসরকারি রেজিষ্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো অবৈতনিক হওয়া সত্ত্বেও ছাত্রছাত্রীদের নিকট থেকে বিভিন্ন খাতে বিধি-বহির্ভূতভাবে ফি আদায় করা হচ্ছে। এসব বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের নিয়মিত ক্লাস না নেয়াসহ নানা প্রকার অনিয়ম ও দুর্নীতি বিদ্যমান যা এলাকার শিক্ষা (১৯শ পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

টিআইবি রিপোর্ট

(২০শ পৃঃ পর)

ব্যবস্থাকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করেছে।

গতকাল শনিবার এক সংবাদ সম্মেলন ও মতিবিনিময় সভায় টিআইবি সিলেট সচেতন নাগরিক কমিটি পরিচালিত সিলেট সদর উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা শীর্ষক এ জরিপ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়।

এতে বলা হয়, ২০০৫ সালে এলাকার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও বেসরকারি রেজিষ্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বিধি-বহির্ভূতভাবে বিভিন্ন ফি হিসাবে ৩৩ লাখ ১৮৪ টাকা আদায় করা হয়েছে। অন্যদিকে ২৭ ভাগ 'খানা'র ছাত্র-ছাত্রী যারা প্রাথমিক উপবৃত্তি প্রকল্পের অধীনে উপবৃত্তি পাচ্ছে, তাদের মধ্যে শতকরা ৬৭ ভাগই সরকার নির্ধারিত টাকা থেকে কম পায়। উপবৃত্তির জন্য শিক্ষার্থীদের বছরে মোট ২৪ লাখ ২০ হাজার ৫৬৯ টাকা কম দেয়া হয়।

জরিপে দেখা যায়, প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ অবৈতনিক হলেও গবেষণা এলাকার সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের ১ম থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ৭টি খাতে ফি আদায় করা হয়েছে। তারা প্রদত্ত ফি'র বিপরীতে শিক্ষার্থীদের রসিদ দেননি। শিক্ষকরা নিয়মিত ক্লাসে আসেন না। শিক্ষকরা ছাত্র-ছাত্রীকে ব্যক্তিগত কাজে নিয়োজিত করেন। ছাত্র-ছাত্রীদেরকে কঠোর শাস্তিদানের মতো ঘটনা উঠে এসেছে এই গবেষণায়।

সচেতন নাগরিক কমিটির (সনাক) আহবায়ক এডভোকেট এমাদুল্লাহ শহীদুল ইসলামের সভাপতিত্বে আয়োজিত জরিপের ফলাফল উপস্থাপন করেন সনাক সদস্য ড. তুলশি কুমার দাস। বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন জরিপের গবেষক মঞ্জুর-ই-খোদা, টিআইবি'র সিনিয়র কর্মকর্তা নন্দলাল সূত্রধর, কর্মসূচি কর্মকর্তা (গবেষণা ও তথ্য) মুজতাবা মাহবুব মোর্শেদ।